

অভাব

ন্যায়-বৈশেষিক মতে পদার্থ দুই প্রকার- ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থ। দ্রব্য, গুণ কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় ভাব পদার্থ। এছাড়া আরেকটি পদার্থ অভাব। আমাদের জ্ঞানের বিষয় যেমন হয় 'টেবিলটি আছে', তেমনই আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় 'টেবিলে ফুলদানি নেই'। ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিক সম্প্রদায় বস্তুস্বাতন্ত্রবাদী। তাঁদের মতে যা কোন জ্ঞানের বিষয়, তা ঐ জ্ঞান থেকে অতিরিক্ত পদার্থ। সুতরাং ফুলদানির অভাব যেহেতু জ্ঞানের বিষয়, তাও আমাদের জ্ঞানের অতিরিক্ত বিষয়।

মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্র গ্রন্থে ছয়টি ভাব পদার্থের উল্লেখ করেছেন, স্বতন্ত্র অভাব পদার্থ স্বীকার করেন নি। কিন্তু তিনি অভাবের উল্লেখ করেছেন। প্রশস্তপাদের ভাষ্যেও অভাবকে পৃথক পদার্থ রূপে উল্লেখ করা হয় নি। পরবর্তী ভাষ্যকারেরা সকলেই অভাবকে অন্তর্ভুক্ত করে সাতটি পদার্থ স্বীকার করেছেন।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে অভাবের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে "ভাবভিন্নত্বম অভাবত্বম", অর্থাৎ যা ভাব পদার্থ ভিন্ন তাই অভাব। কিন্তু ভাব পদার্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা হয় অভাব ভিন্ন বস্তুই ভাব, তাহলে অন্যান্যশ্রয় দোষ হবে। তাই অনেকে অভাবের লক্ষণ দিয়েছেন-নিষেধবোধক শব্দের দ্বারা উল্লেখিত জ্ঞানের বিষয়ই অভাব।

প্রতিযোগী প্রসিদ্ধ হলেই তার অভাব সম্ভব। যার অভাব তাকে অভাবের প্রতিযোগী বলে। কোনও প্রমাণের সাহায্যে যার অস্তিত্ব কোথাও না কোথাও জ্ঞাত হলে তাকে বলে সিদ্ধ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে অভাবের জ্ঞান সর্বদাই সবিকল্পক বা বিশিষ্ট। বিশিষ্টের জ্ঞান হতে হলে আগে বিশেষণের জ্ঞান হতে হয়। অভাবের ক্ষেত্রে বিশেষণ হল তার প্রতিযোগী। সুতরাং প্রতিযোগীর জ্ঞান অবশ্যই প্রসিদ্ধ বা জ্ঞাত হতে হবে। অলীক বস্তুর অভাব আমাদের জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। শশশৃঙ্গ বলে কোন পদার্থ প্রসিদ্ধ নয়, সুতরাং শশশৃংগর অভাব আমাদের জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না।

স্বতন্ত্রপদার্থ রূপে অভাব স্বীকারের যুক্তি

অনেক দার্শনিকেরা অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্বীকার করেন নি। যেমন প্রাভাকর মীমাংসকদের মতে 'টেবিলে ঘট নেই' এই জ্ঞানের অনুরূপ যে

পদার্থ বাস্তবে আছে তা টেবিলটি ছাড়া আর কিছু নয়।সেটি অবশ্যই ভাব পদার্থ।অর্থাৎ, তাঁরা বলেন যে অভাবের জ্ঞান সর্বদাই কোন না কোন অধিকরণে হয়। যেমন এক্ষেত্রে অধিকরণ হল টেবিল।যে অধিকরণে অভাবের জ্ঞান হয় , অভাব সেই অধিকরণস্বরূপ।

ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকেরা বলেন অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বললে গৌরব হবে।একই ফুলদানির অভাব টেবিলে আছে, ভূতলে আছে, খাটে আছে। অভাবকে অতিরিক্ত পদার্থ বললে একই ফুলদানির অভাবকে টেবিলস্বরূপ,ভূতলস্বরূপ, খাটস্বরূপ ইত্যাদি অনন্ত অধিকরণস্বরূপ স্বীকার করতে হয়।কিন্তু অভাবকে অতিরিক্ত পদার্থ বললে একটি ফুলদানির অভাব স্বীকার করলেই হয়,সুতরাং লাঘব হয়।

প্রাভাকর মীমাংসকেরা এর উত্তরে বলেন যে এই অধিকরণগুলি সবই প্রসিদ্ধ বস্তু।এখানে নতুন কোন পদার্থ স্বীকার করা হয়নি। কিন্তু বৈশেষিক দার্শনিকেরা অভাব নামক একটি নতুন পদার্থ স্বীকার করেছেন,সুতরাং তাঁদের মতেই গৌরব হয়েছে। ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকেরা এই অভিযোগ স্বীকার করেন না।তাঁরা বলেন যে অভাবের ক্ষেত্রে অধিকরণস্বরূপ বললে একই অভাবকে অধিকরণভেদে অনন্ত স্বীকার করতে হবে,কিন্তু অভাবকে পৃথক পদার্থ বললে একটি অভাব স্বীকার করলেই হবে। অতএব, প্রাভাকরদের মতে গৌরব হয়।

দ্বিতীয়ত, অভাবের সাথে অধিকরণের সম্বন্ধ আধার-আধেয়র সম্বন্ধ।অভাব আধেয়,অধিকরণ আধার।যেমন ভূতলে ঘটাভাবের ক্ষেত্রে ভূতল আধার, ঘটাভাব আধেয়।আধার-আধেয়ভাব দুটি পৃথক পদার্থের মধ্যেই হতে পারে।সুতরাং অভাব অধিকরণস্বরূপ হতে পারে না।

অভাবকে অধিকরণ থেকে ভিন্ন বলার আরো যুক্তি দেওয়া হয়েছে।একটি সাধারণ নিয়ম আছে যে আমরা যে ইন্দ্রিয় দিয়ে ভাব বস্তু প্রত্যক্ষ করি, সেই ইন্দ্রিয় দিয়েই তার অভাব প্রত্যক্ষ করি।যেমন জিহ্বা দিয়ে রসের আশ্বাদন হয়,জিহ্বা দিয়েই রসের অভাবের জ্ঞান হয়। কিন্তু অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বললে এই সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম অস্বীকার করতে হয়।আমের তিক্ত রসের অভাব যদি অধিকরণ আমস্বরূপ হয়,তাহলে আমকে যে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানি ,সেই ইন্দ্রিয় দিয়েই তিক্তরসের অভাবকে জানা উচিত।আম একটি দ্রব্য।দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করি চক্ষু বা ত্বক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে।তাহলে স্বীকার করতে হয় তিক্ত রসের

অভাবেও জানি ত্বক বা চক্ষু ইন্দ্ৰিয়ের সাহায্যে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না।
আমের তিক্ত রসের অভাবে আমরা জিহ্বার সাহায্যেই জানি।

এই সব যুক্তির সাহায্যে বৈশেষিকেরা প্রমাণ করেছেন যে অভাব অধিকরণ
স্বরূপ নয়, এটি অতিরিক্ত পদার্থ।